সংবাদ

তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৭ ...

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানার গোপরেখী ইমপোরিয়াল প্রি-ক্যাডেট স্কুলে ৭ বীরশ্রেষ্ঠকে প্রতিদিন এভাবে স্যালুট প্রদর্শন করে ক্লাসে প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা -সংবাদ

সাত বীরশ্রেষ্ঠকে ১৭ বছর ধরে স্যালুট প্রদর্শন শিক্ষার্থীদের

প্রতিনিধি, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ)

মহান মুক্তিযুদ্ধে যাদের আত্মত্যাগে স্বনির্ভর স্বাধীন দেশ পেয়েছে, জাতির শ্রেষ্ঠ সেই সন্তানদের যথাযথ সম্মান না জানালে শিক্ষা জীবন মূল্যহীন, অগ্রগতিও মন্থর। তাই তাদের শুধু জাতীয় দিবস গুলোতে নয়, প্রতিদিন বিনম্র শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানায় এমনি একটি বিরল প্রতিষ্ঠান সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানার গোপরেখী ইমপেরিয়াল প্রি-ক্যাডেট স্কুল। বিদ্যালয়ের কোমলমতি ৬২৫ শিক্ষার্থী ছোট বেলা থেকেই বীরশ্রেষ্ঠদের প্রতি গভীর সম্মান জানিয়ে তাদের ছবিকে স্যালুট দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আসছে। মেধাবী এ স্কুলটিতে প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর ধরে চলছে এমন রেওয়াজ। জানা যায়, দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী জাতির সেরা সন্তানদের ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর সরকারী গেজেট মোতাবেক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এর মধ্যে মরনোত্তর সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধী ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জন বীর উত্তম, ১৭৫ জন বীর বিক্রম এবং ৪২৬ জন বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। শহীদ ৭ বীরশ্রেষ্ঠরা হলেন, রাইফেলস এর ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ, ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রহমান, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, সিপাহী মোস্তফা কামাল, সিপাহী হামিদুর রহমান, নৌবাহিনীর ইঞ্জিনিয়র আর্টিফিসর মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং বিমান বাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান। দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত আছেন। তারা আমাদের গৌরবের অহংকার। তবে এনায়েতপুরের গোপরেখী ইমপেরিয়াল প্রি-ক্যাডেট স্কুল ব্যতিক্রমভাবে বীরশ্রেষ্ঠদের সম্মান জানিয়ে আসছে। স্কুলের প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯৯ সাল থেকে এই বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনের আদর্শ হিসেবে ধারন করে স্যালুট দিয়ে ১৭ বছর ধরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করছেন। বর্তমানে অধ্যায়নরত ৬২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ের ফটক দিয়ে প্রবেশ পথে মাথার উপরে লাগানো ৭ বীরশ্রেষ্ঠের ছবিতে এক বার প্রবেশের সময় এবং বের হবার সময় হাত কপালে তুলে স্যালুট দিয়ে সম্মান জানিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে স্কুলের প্লে-গ্রুপে পড়ুয়া জান্নাতুল ফেরদৌস ও ইবনে জায়েদ জানান, সারেরা বলেছে জাতির পিতা, ৭ বীরশ্রেষ্ঠসহ সকল মুক্তিযোদ্ধার জন্যই আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। স্কুল কলেজ সব পেয়েছি। তাই তাদের প্রতি মাথা নিচু করে সম্মান জানাতে হবে। একই কথা জানালেন নবম শ্রেণীর ফাতেমা, ইবনে জায়েদ, দশম শ্রেণীর উর্মি খাতুন, গোলাম সরোয়ার। তারা জানান, গুণীদের সম্মান না জানালে সব শিক্ষাই বৃথা। তাই যথাযথভাবে লেখা পড়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে যারা জড়িত তাদের বিনম্রভাবে সম্মান দিতে হবে। শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে আমরা ক্লাসে ঢুকবার প্রথম দিন থেকে স্যালুট দিয়ে বীরশ্রেষ্ঠদের সম্মান জানিয়ে আসছি। ইমপেরিয়াল প্রি-ক্যাডেট স্কুল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলো সম্পর্কে ধারণা, ধর্মীয় শিক্ষা, গবেষণা, মানবিক কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করা ছাড়াও ছাত্র ছাত্রীদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে ধারনা দিতে বৃহস্পতিবার বিশেষ ক্লাশ নিয়ে আসছে। এছাড়া সাড়া বছর মাদক, যৌতুক, বাল্যবিয়ে, জঙ্গিবিরোধী সভা-সমাবেশের মাধ্যমে থানাবাসীকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্তরা। মেধার দিক থেকেও জেলার সেরা। কোন পাবলিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়নি কেউ। ৫ম, ৮ম ও এসএসসিতে জেলার সেরা রেজাল্ট করে আসছে তারা। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৫ জন শিক্ষক, কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। মুক্তিযদ্ধের চেতনা লালনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বোপরি শীর্ষে নিয়ে আসার জন্য প্রতিষ্ঠাতা ও মেহের-উন-নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আব্দুল জলিল তালুকদার ও তার সহধর্মিণী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মরিয়ম খাতুনের ভূমিকাই প্রধান। তারা জানান, ১৯৯৯ সালে ১৭৫ জন ছাত্র/ছাত্রী দিয়ে চালানো প্রতিষ্ঠানটি অদ্যত ৮ সহস্রাদিক মেধাবী শিক্ষার্থী বের হয়ে কর্মজীবনে সফলতা বয়ে এনেছেন। এজন্য দেশাত্মবোধ তাদের জন্য ভূমিকা ছিল। তারা আরো জানান, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের দেশ স্বাধীন করে যাওয়ায় পরাধীন করে রাখা পাকিস্তানের চেয়েও উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। তাই প্রতিটি পদে জাতির পিতা, বীর শ্রেষ্ঠ, শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করতে হবে। তাদের ঋণ কখনো শোধ হবেনা। এদিকে বিদ্যালয়টিকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও মেধা তালিকার দিক থেকে জেলার আদর্শবান শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি, চৌহালী, এনায়েতপুর) আসনের এমপি আলহাজ আব্দুল মজিদ মণ্ডল। তিনি জানান, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি লেখাপাড়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিক্ষা দেয়া হতো। তাহলে দেশে হানাহানি ও দুর্নীতি থাকতো না। পৃথিবীর বুকে দ্রুতই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতাম। এ ক্ষেত্রে স্কুলটি সহায়ক ভূমিকা রাখায় আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।